গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের আগস্ট/২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	২৪ আগস্ট ২০২২
সভার সময়	দুপুর ০২:০০ ঘটিকা
স্থান	জুম প্লাটফর্মে
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের আগস্ট/২২ মাসের সমন্বয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

২। মহাপরিচালক মহোদয় পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিয়ে কোন সদস্যের মতামত বা অবজারভেশন আছে কিনা জানতে চান। কোন মতামত বা অবজারভেশন না থাকায় সর্বসম্মতিতে গত ৩১-০৭-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত জুলাই/২২ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন।

৩। গত ৩১-০৭-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত		

৩.১।	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বহিরংগন সম্পর্কিত আলোচনায় জনাব মোঃ কামরুল আহসান (ভূতত্ত্ব) ও শাখা প্রধান, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন বিগত অর্থবছরে ১২টি বহিরংগন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য প্রত্যেক শাখা থেকে কর্মসূচিগুলোর এক্সটেনডেড আ্যবসট্রাক্ট চাওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, সবগুলো কর্মসূচির এক্সটেনডেড আ্যবসট্রাক্ট বা সিনোপসিস পাওয়া গেছে, এখন কমপাইলেশনের কাজ চলছে। আরও বলেন মহাপরিচালক মহোদয়, সচিব মহোদয় ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের বাণী সংযোজনের লক্ষ্যে স্বাক্ষরের জন্য অচিরেই প্রেরণ করা হবে। আশা করা যায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রতিবেদন প্রকাশ করা সম্ভব হবে। সভাপতি দ্রুত বাণী প্রস্তুত করে প্রেরণের কথা বলেন এবং অনুমোদনের পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে উল্লেখ করেন। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সম্পন্ন হওয়া বহিরংগন কার্যক্রমের রিপোর্ট জমাদানের বিষয়ে জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, রিপোর্ট জমাদানের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি প্রতিবেদনগুলো যতটুকু সম্পন্ন হয়েছে ততটুকুই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দেয়ার জন্য শাখাপ্রধানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন মডিফিকেশন করতে অধিক সময় ব্যয়ের কারণে দেখা যায় আরেকটি বহিরংগন কাজের সময় চলে এসেছে এতে প্রতিবেদন জমাদানে জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাই রিপোর্ট নির্ধারিত সময়ে জমা প্রদান করতে হবে। জনাব আসমা হক, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, আমার শাখার রিপোর্ট ১ মাসের মধ্যে দেয়া সম্ভব হবে না, কারণ নমুনা পরীক্ষা করতে ৫/৬ মাস সময় প্রয়োজন হয়। জনাব মোঃ সোহেল রানা, উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, খনন কাজ শেষ হয়েছে জুন মাসে, তাই আমার পক্ষে কিভাবে এত দ্রুত রিপোর্ট জমা প্রদান সম্ভব যেখানে এক্সআরডি, এক্সআরএফ এনালাইসিস এখনও শেষ হয়নি। জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, অনেকের নমুনা বিশ্লেষণে অধিক সময় লাগতে পারে কিন্তু প্রাথমিক রিপোর্ট তো জমা দিতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। মডিফিকেশনের দরকার হলে প্রয়োজনে রিপোর্ট পুনরায় সংশ্লিষ্ট শাখায় পাঠানো হবে তখন মডিফিকেশন করে পুনরায় জমা প্রদান করবে। সভায় প্রাথমিক রিপোর্ট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা প্রদান করতে বলা হয়। জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম পরিচালক (ভূতত্ত্ব) প্রাথমিক রিপোর্ট যেন একেবারে নাম সর্বস্ব না হয় এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সভাপতি, জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-কে প্রাথমিক রিপোর্ট এর একটা টেমপ্লেট/ফর্মেট তৈরি করে দিতে বলেন এবং সে মোতাবেক প্রাথমিক রিপোর্ট প্রণয়ন করতে হবে।	ক) বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। খ) প্রাথমিক রিপোর্ট প্রণয়নের টেমপ্লেট/ফর্মেট তৈরি করতে হবে।	প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখাসহ সকল শাখা।

৩.২।	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের এপিএ সংশ্লিষ্ট আলোচনায় জনাব মো: কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, কমিটির মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে চলতি অর্থবছরের জন্য ১৫টি বহিরংগন কর্মসূচি বাছাই করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এর মধ্য থেকে ১২টি কর্মসূচি এপিএ'তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সভাপতি এপিএ ভুক্ত কর্মসূচিগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করার কথা বলেন এবং উল্লেখ করেন এপিএ বাস্তবায়নে যেন কারো কোনো গাফিলতি বা শৈথিল্যতা না থাকে। পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) জানান যে, প্রশিক্ষণ ও ভ্রমণ ভাতার অর্থ ছাড় কম হওয়ায় বিষয়টি মহাপরিচালক মহোদয়কে জানানো হলে তিনি যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন সে মোতাবেক জনাব মোঃ আবুল কাশেম, উর্দ্ধতন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল। তিনি সেখানে গিয়ে সংশ্লিষ্ট শাখায় বিষয়টি অবহিত করেন এবং তারা সংশোধন করে সঠিকভাবে অনলাইনে অর্থছাড় করে দিয়েছেন। সভাপতি বলেন তাহলে বিষয়টির সমাধান হয়েছে এবং তিনি জানতে চান ফার্নিচারের জন্য নির্ধারিত অর্থটিও ছাড় হয়েছে কিনা? জবাবে জনাব মো: কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়)) বলেন, ফার্নিচারের ৭.৫ লাখ টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং আরও উল্লেখ করেন বহিরংগনের সব টাকাও পাওয়া গেছে। অতএব বহিরংগন কাজ পরিকল্পনামাফিক সম্পন্ন করা যাবে। সভাপতি বহিরংগন কাজ এখনি শুরু করতে বলেন বিশেষ করে যেগুলোর কার্যক্রম এ সময়েও পরিচালনা করা যাবে। জনাব মো: কামাল হোসেন, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) শাখাভেদে বহিরংগন কাজগুলোর জন্য যেভাবে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে সে মোতাবেক বাস্তবায়নের বিষয়ে সভায় অবহিত করেন।	এপিএ মোতাবেক বহিরংগন কাজ শুরু করা।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখাসহ সকল শাখা।
প্রশাসনিক আলোচনা			
৩.৩।	কর্মকর্তা নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব মো: কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, বিপিএসসিতে যোগাযোগ করা হয়েছিল তারা জানিয়েছে ২টি পদ ৪০তম বিসিএস থেকে দেয়া হবে। অন্য ২৩টি পদের চলমান নিয়োগের বিষয়ে বলা হয়েছে লিখিত পরীক্ষার খাতা দেখা শেষ এখন রেজাল্ট তৈরির কাজ চলছে এবং অচিরেই ফল প্রকাশ করে ভাইভা পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।	নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
৩.৪।	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনার বিষয়ে জনাব মো: কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, ৩১ টি লটে রাজস্ব খাতে ক্রয় পরিকল্পনা করা হয়েছে। এখন যেহেতু ফান্ড রিলিজ হয়েছে এবং বহিরংগন কাজও শুরু হবে তাই এসপিটি, ও চপিং এর টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে এবং ইন্টারনেট এর টেন্ডারও শিঘ্রই শুরু করা হবে। সভাপতি টেন্ডার আহবান করার পূর্বে ক্রয় প্রক্রিয়া নিয়ে তার সাথে আলোচনা করার কথা বলেন। জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) শাখা প্রধানগণের প্রেরিত চাহিদা ক্রয় প্রক্রিয়ায় মূল্যায়ন করার কথা বলেন। এ প্রসংগে সভাপতি বলেন যে, ক্রয় প্রক্রিয়া লট আকারে করা হয় এবং সেখানে আপনাদের চাহিদাগুলোও অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজন হলে সভায় উপস্থাপন করা হবে।	টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
বিবিধ আলোচনা			

৩.৬।	জনাব মো: কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন যে, সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক প্রতি সপ্তাহে রবিবারে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের রিপোর্ট প্রেরণ করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য করিডোর গুলোতে একটি করে লাইট ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ল্যাবগুলোতে শক্তিশালী এসি ব্যবহৃত হওয়ায় সেখানে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সাথে একাধিক এসি ব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে। মনিটরিং টিম গঠন করে নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে ফলে সার্বিক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের বিষয়টি আগের চেয়ে উন্নতি হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, জ্বালানি বরাদ্দের ২০% প্রতিমাসে সাশ্রয় করেত হবে কোন ভাবেই যেন অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যয় না হয়। এ প্রসঙ্গে পরিচালক অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, এখন ছুটির দিনে গাড়ি ব্যবহার বন্ধ করা হয়েছে। জনাব আরিফ মাহমুদ পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, জিএসবির অধিকাংশ জ্বালানি ব্যবহৃত হয় বহিরংগন কাজে এবং এবার যেহেতু বহিরংগনের সময়কাল কমানো হয়েছে তাই সেখানে থেকে অনেকটা জ্বালানি খরচ সাশ্রয় হবে। সভাপতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে জ্বালানি খাতের বরাদ্দের ২০% বাদ দিয়ে যে টাকা থাকে সে টাকার মধ্যে সকল পরিবহন ব্যয় মেটাতে হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।	খ) বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে হবে। খ)বরাদ্দকৃত জ্বালানির ২০% সাশ্রয় করতে হবে।	অপারিশন ও সমন্বয় শাখা।
৩.৭	জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন প্রায় অফিসের বাথরুম/টয়লেট এ নানা ধরনের ত্রুটি মেরামত করতে হয় কিন্তু কোন প্লাম্বার/স্যানেটারি মিস্ত্রী না থাকায় মেরামতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি আদেশ রয়েছে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে প্লাম্বার নিয়োগের বিষয়ে এবং অনুমোদনের জন্য সে মোতাবেক ফাইলও প্রস্তুত করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন যারা ডে-কেয়ার সেন্টারে বাচ্চা রাখে তারা টাকা দিয়ে বাচ্চা রাখার বিষয়ে অপারগতা প্রকাশ করেছে এবং বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ করেছে। তিনি জানান সেবা ক্যাটাগরিতে আয়া রাখার একটি ব্যবস্থা আছে এবং সে ফাইলটাও প্রস্তুত করা হচ্ছে। সেইসাথে আয়া রাখার অনুমোদন না পাওয়া পর্যন্ত ডে কেয়ারটি চলমান প্রক্রিয়ায় চালানোর বিষয়ে বলেন। অতঃপর সভাপতি বলেন যে, টাকা দিয়ে বাচ্চা রাখা কঠিন কিন্তু ডে-কেয়ারে বাচ্চা রেখে কাজে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা যেন না থাকে। আবার ব্রেস্ট ফিডিং বাচ্চা ব্যতীত অন্যান্য বাচ্চার মা যেন অকারণে সেখানে গিয়ে সময় ব্যয় না করে এবং বাচ্চা রাখার দরুন অফিসের কর্মপরিবেশের যেন ব্যাঘাত না ঘটে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। জনাব নাসিমা বেগম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ডে কেয়ার সেন্টারের বিষয়ে বর্ণিত বিষয়গুলো পালনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	প্লাম্বার/স্যানেটারি মিস্ত্রী ও আয়া আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের অনুমোদন প্রাপ্তির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা।

৪। সভায় আর কোনো আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

স্মারক নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.০০০.০৬.০০৪.১৮.৩৯

তারিখ: ২৪ ভাদ্র ১৪২৯
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

২) উপ-মহাপরিচালক (ভূতত্ত্ব) , উপ-মহাপরিচালক এর দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

৩) জিএসবি'র শাখা প্রধানগণ

৪) পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও প্রকল্প পরিচালক, GeoUPAC, মহাপরিচালকের দপ্তর, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

৫) মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মহাপরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

মোঃ কামরুল আহসান
পরিচালক (ভূতত্ত্ব)